# ঘর সাজাতে নয়া প্রযুক্তি!

আফসার উদ্দিন

সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর ঘরই শেষ আশ্রয়, বিশ্রামের জায়গা। তাই দিনের এ শেষ আশ্রয়টি হওয়া চাই আধুনিক ও পরিপাটি। এছাড়া শোয়ার ঘর কিংবা রান্নাঘর যেটিই হোক না কেনো, এগুলোর পরিচ্ছন্নতা, গোছগাছ বা ডিজাইন আমাদের রুচির পরিচয় বহন করে। শহুরে অল্প জায়গায় পছন্দের কিংবা অতীব প্রয়োজনীয় জিনিসটি সাজিয়ে রাখতে তাই আমাদের চেষ্টার কমতি নেই। আমরা যখনই উন্নতমানের সাজসজ্জার চিন্তা করি, তখন যে বিষয়টি সামনে চলে আসে তা হলো আলসেমী। আর এ আলসেমী কাটিয়ে উঠে সহজে চাকচিক্য আর দৃষ্টিনন্দন ঘর সাজাতে ইন্টেরিয়র ডিজাইনারেরা নিত্যনতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ব্যস্ত। ইলেকট্রোলাক্স ডিজাইন ল্যাবস নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর ভারতে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, যেখানে ব্যবহারবান্ধব, পরিবেশবান্ধব আর উদ্ভাবনী ডিজাইনের সমন্বয়ে কিছু অসাধারণ পণ্য মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত এমনই কিছু চোখ ধাঁধানো আর উদ্ভাবনী পণ্যের খোঁজেই এ আয়োজন।

## বায়ো রোবট রেফ্রিজারেটর

জুরিভ দিমেত্রিভ নামের এক ভদ্রলোক বায়োরোবট রেফ্রিজারেটের ডিজাইনার। যে কনসেপ্টটি এখানে কাজ করেছে, তা হলো ফ্রিজটি লুমিনিসেন্স দিয়ে বায়ো পলিমার জেলকে ঠাণ্ডা করে। জেলটি গন্ধবিহীন ও নন-স্টিক এবং যখন রেফ্রিজারেটরে কোনো খাবার ঢোকানো হয়, তখন এর জন্য একটি আলাদা পড তৈরি হয়। একই সাথে একটি ক্যাপসিওলের মধ্যে সাসপেন্ডেড জেলে খাবারটি সংরক্ষিত হয়।

ক্যাপসিওলটির বিশেষত্ব হচ্ছে এটি নির্দিষ্ট ধরনের খাবার সংরক্ষণের জন্য একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। গন্ধ এবং খাবারের কণা এতে মিশে যায় না। আর তাই আপনি চাইলে এক ব্যাগ চিকেনের পাশে এক ব্যাগ পনির রাখতে পারেন কোনো ধরনের দুর্গন্ধের মিশ্রণ ছাড়াই। এখন আপনি কোনো অতিথি এলে তার সামনেই এক কাপ কোকো বানিয়ে খেতে দিতে পারেন আর তার অনুভূতি জানতে পারেন (প্রাথমকিভাবে তিনি নিশ্চয় মাংসের পাশে রাখা পনির খেতে চাইবেন না)। খাওয়ার পর আপনার অতিথিই অভিভূত হয়ে রেফ্রিজারেটরটির প্রশংসা করবেন। রেফ্রিজারেটরটির উদ্ভাবক আরও দাবি করেন, এতে আপনি খাবারকে উপরে-নিচে বা আড়াআড়িও রাখতে পারেন। এমনকি জিরো গ্রাভিটিতেও এ ফ্রিজে খাবার সংগ্রহ করা যাবে। তাই ফ্রিজ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে চিন্তিত থাকলে আপনি নির্দ্বিধায় এ ফ্রিজটি নিতে পারেন।

## গাইয়া

আনকিত কুমার নামে এক ডিজাইনারের ডিজাইন করা গাইয়া নামের পণ্যটি হলো একটি দেয়ালঘেরা বাতাস বিশুদ্ধকরণ সিস্টেম। দেয়ালজুড়ে দেয়া প্যানেল সিস্টেমে ঘাস থাকে। ফলে রুমে বাতাস প্রবেশ করার সাথে সাথেই প্যানেলটি বাতাসকে বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার করে। এটি

কোনো ধরনের বিদ্যুৎ ছাড়াই কাজ করতে সক্ষম। এ প্যানেলকে ইন্সুলেটর হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন, যা ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখবে। প্যানেলটি যেকোনো সাইজের দেয়ালে সঠিকভাবে লাগানো যায়। বাংলাদেশ ও ভারতের মতো দেশে যেখানে বাড়তি বিদ্যুৎ বিলের জন্য এসি চালাতে ভয় হয়, তাদের জন্য এটি অবশ্যই একটি সুখবর। বিদ্যুৎ বিল ছাড়াই এ পণ্যটি ব্যবহার করে এসির কাজ চালিয়ে নেয়া যাবে।

## চেফি

অভিনাব কুমার নামে এক ডিজাইনারের ডিজাইন করা চেফি নামের পণ্যটির দুটি অংশ। একটি গিমিক এবং অন্যটি থার্ড আই। গিমিক হলো একটি চামচ, যেটি স্বাদ এবং গন্ধ বুঝতে পারে। ধরুন, আপনি কিছু রান্না করলেন এবং কেমন হয়েছে সেটি আপনার বন্ধুর কাছ থেকে জানতে চান। কিন্তু আপনার বন্ধু বাড়ি থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে নিজের বাড়িতে। এখন উপায়

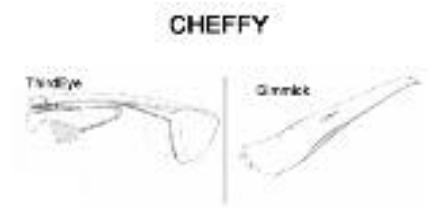


কী? এ উপায়টিই তৈরি করেছে গিমিক চামচ। আপনি যখন খাবারটি গিমিক চামচ দিয়ে নাড়বেন, তখন আপনার দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্যটির স্বাদ ও গন্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য আপনার বন্ধুর গিমিক চামচে পৌঁছে দেবে। তখন আপনার বন্ধু তার গিমিক চামচে জিহ্বা দিয়ে খাবারটির স্বাদ ও গন্ধ নিতে পারবেন। মজার ব্যাপার হলো, যে খাবারটির স্বাদ আপনার বন্ধু নিতে চাইত না সেই খাবারটি খাওয়ার জন্য আপনার বন্ধু বাড়িতে এসেও হাজির হয়ে যেতে পারে। আর থার্ড আই যন্ত্রটি একটি ব্রেন সেন্সরযুক্ত গ্লাস, যা একজনের মনের ভাব ও পছন্দ বিবেচনা করে তিনি কী খাবার পছন্দ করেন অথবা কোন ধরনের মিউজিক শুনতে পছন্দ করেন তা রান্না ও খাওয়ার সময় জানিয়ে দেবে। এ যন্ত্র দিয়ে আপনার পছন্দের খাবারকে তালিকাভুক্ত করতে পারেন খাবারের নামসহ। আর এ বিষয়গুলো সহজেই আপনার সামাজিক যোগাযোগ সাইটে শেয়ার করতে পারবেন যন্ত্রটি দিয়ে। ফলে দূরের বন্ধুরাও আপনার পছন্দগুলো জানতে পারবে। কেউ যদি আপনার পছন্দের খাবারগুলোর স্বাদ নিতে চান তবে তাদেরকে এ খাবারের রেসিপি ডাউনলোড করে তার গিমিক চামচে রাখতে হবে।

## ই-ওয়াশ

প্রাত্যহিক জীবনে কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা নিয়ে কতই না ভাবতে হয়। তবে এ ভাবনা কিছুটা কমিয়ে দিতে আবিষ্কার হয়েছে ই-ওয়াশ নামের মেশিনের। মেশিনটির ডিজাইন করেছেন লেভেন্টি জাবু নামে এক ডিজাইনার। এতে ডিটারজেন্টের বদলে সাবানের টুকরা ব্যবহার করা হয়। তবে এ

সাবানের টুকরা বা আরিথা (হিন্দি শব্দ) হলো সাফিন্দাস নামের সাবান গাছের ফল। যাতে সেফনিয়ন নামে প্রাকৃতিক উপাদান থাকে, যা কেমিক্যাল লন্ড্রি ডিটারজেন্টের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শত শত বছর ধরে নেপাল ও ভারতে এটি ব্যবহার হয়ে আসছে, যা উচ্চমাত্রায় কার্যকর ও অ্যালার্জিবিহীন হিসেবে পরিচিত। ডিজাইনার দাবি করেছেন, এক কিলোগ্রাম সাবানের টুকরা এক বছর পর্যন্ত ব্যবহারোপযোগী থাকে, যা কি না সাশ্রয়ী। আর এ ওয়াশ মেশিনটি ফ্ল্যাট আকৃতির। তাই জায়গা কম লাগে। যাদের ঘরের আকৃতি ছোট তারা সহজেই এ ই-ওয়াশ মেশিনটি ঘরের কোণে সাজিয়ে রাখতে ও প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন কজ

*ফিডব্যাক : afsar1403@gmail.com*